চতুর্থ অধ্যায়

হযরতের মূল পূর্বপুরুষগণ মোমেন

প্রসঙ্গ ঃ হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত আবদুল্লাহ ও বিবি আমেনা পর্যন্ত হুযুর (দঃ)-এর মূলধারার পূর্বপুরুষ ও নারীগণ সকলেই মোমেন ছিলেন

হুযুর আকরাম (দঃ)-এর উর্দ্ধতন মূলধারার পূর্বপুরুষ নর-নারী সকলেই মোমেন ছিলেন-এ বিষয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

প্রথম প্রমাণ ঃ কোরআন মজিদের একটি আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِيْنَ -

অর্থ–**"হে রাসুল! সিজদাকারী মোমেনগণের মধ্যে আপনার আবর্তন আমি লক্ষ্য করেছি"**। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে- "আপনার পূর্ববর্তী সকল নর-নারী– যাদের মাধ্যমে আপনি আবর্তিত হয়ে এসেছেন- তাঁরা সকলেই ছিলেন সিজদাকারী মোমেন"। (তাফসীরে ইবনে আব্বাস)।

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

لَمْ يَزَلِ اللّٰهُ يَنْقُلُنِىْ مِنَ الْاَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ اِلَى الْاَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ مُصَفًّى مُهَذَّبًا (عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ–مَوَاهِبُ)

অর্থ–**"আল্লাহ তায়ালা পর্যায়ক্রমে আমাকে পবিত্র ঔরস (মোমেন পুরুষ) হতে পবিত্র গর্ভের (মোমেন নারী) মাধ্যমে পাক-সাফ অবস্থায় স্থানান্তরিত করে পৃথিবীতে এনেছেন"**।

হাদীসখানা এত পরিষ্কার এবং এত শালীন ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে যে, যুগ যুগান্তরের শিরক ও কুফরীর অপবিত্রতা এবং চরিত্রগত ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে হুযুর (দঃ)-এর পূর্ব পুরুষগণের মুক্ত থাকার পরিষ্কার ইঙ্গিত তাতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কোরআনের পরিভাষায় পবিত্র নর-নারী বলতে ঈমানদারকেই বুঝান হয়েছে এবং খবীস বা অপবিত্র বলতে কাফের মোশরেকদেরকেই বুঝান হয়েছে। (সুরা মোমেনুন ১৮ পারা)।

তৃতীয় প্রমাণ ঃ ইবনে মোহাম্মদ কলবীর বর্ণনা সূত্রে তাঁর পিতা মোহাম্মদ কলবী

www.sunnibarta.com

(রহঃ) বলেন-

كُتِبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مِأَةِ اُمَّهَاتِهِ
فَلَمْ اَجِدْ فِيْهِنَّ سِفَاحًا وَّلَا شَيْأً مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ-

"আমি নবী করীম (দঃ)-এর বংশধারার পূর্ববর্তী পাঁচশত মায়ের তালিকা প্রস্তুত করেছি। তাঁদের মধ্যে আমি চরিত্রহীনতা এবং জাহেলিয়াতের কিছুই পাইনি" (বেদায়া নেহায়া)।

জাহেলিয়াত অর্থ কুফরী ও শেরেকী। চরিত্রহীনতা অর্থ যিনা। সুতরাং হুযুরের উর্দ্ধতন মহিলারা ছিলেন শিরিক, কুফর ও চরিত্রহীনতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত–অর্থাৎ মোমেনা ও সতী-সাধ্বী নারী। সুতরাং উপরোক্ত তিনটি অকাট্য দলীলের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবী করিম (দঃ)-এর পিতা মাতা মোমেন ছিলেন এবং মিল্লাতে ইব্রাহীমীর উপর তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল।

ইসলামের আবির্ভাবের পর দশম হিজরীতে যখন নবী করিম (দঃ) হজ্ব করতে মক্কা শরীফে আগমন করেন, তখন হাজুন নামক কবরস্থানে (বর্তমানে জান্নাতুল মায়াল্লা) আল্লাহ পাক তাঁর পিতা-মাতাকে এনে পুনর্জীবিত করে দ্বীনে মোহাম্মদী (দঃ) গ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ইমাম সোহায়লী ও খতীবে বাগদাদী সূত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এ সম্পর্কীত হাদীসখানা বেদায়া- নেহায়া গ্রন্থে ইবনে কাসির এবং মাওয়াহেব গ্রন্থে ইমাম কাস্তুলানী, ফতোয়া শামীতে আল্লামা ইবনে আবেদীন বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু ওহাবী আলেমগণ বলে থাকেন যে, এসব হাদীস নাকি জাল বা মওযু। একারণেই উপরে তিনটি নির্ভরযোগ্য সূত্র উল্লেখ করা হলো। ওহাবীদের মতে হযরত আবদুল্লাহ ও বিবি আমেনা (রাঃ) নাকি কুফরী হালাতে ইনতিকাল করেছেন। নাউযুবিল্লাহ্। তারা যুক্তি হিসেবে বলে থাকে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূল (দঃ)-এর জন্মের পূর্বে এবং বিবি আমেনা (রাঃ) হুযুরের ছয় বছর বয়সে ইনতিকাল করেছেন। তাই তাঁরা ইসলাম গ্রহণের যুগ পাননি। তাদের এই কুটযুক্তি উপরের তিনটি দলীলের দ্বারা অসার প্রমাণিত হয়েছে। তারা আর একটি যুক্তি দেখায় যে, বিবি আমেনার (রাঃ) কবর যিয়ারত করতে চাইলে আল্লাহ তায়ালা নবী করিম (দঃ) কে অনুমতি দেন। কিন্তু মাগফিরাতের দোয়ার অনুমতি চাইলে প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং তাদের মতে তিনি মোমেন ছিলেন না।

www.sunnibarta.com

আল্লামা মানাভী এর জবাব এভাবে দিয়েছেন- **"কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদানই প্রমাণ করে যে, বিবি আমেনা (রাঃ) মোমেন ছিলেন। আর তিনি নেককার ছিলেন বলেই ঐ সময় মাগফিরাতের প্রার্থনা নামঞ্জুর করা হয়"**। তবে নবী করিম (দঃ) উম্মতের শিক্ষার জন্য সবসময় মাতাপিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতেন- যার বর্ণনা নিম্নে করা হবে।

বিঃ দ্রঃ এখানে সুন্নীদের পক্ষ হতেও একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে। তাহলো- মায়ের মাগফিরাত প্রার্থনা নামঞ্জুর করার কারণ হলো–তিনি ছিলেন নেককার। তাহলে পরবর্তী সময়ে দেখা যায়–নবী করিম (দঃ) সবসময় নিজের জন্য এবং পিতামাতার জন্য মাগফিরাত কামনা করতেন। তাহলে কি নবীজী এবং তাঁর পিতামাতা বদকার বা গুনাহগার ছিলেন? নাউযুবিল্লাহ!

এই বিষয়টির জবাব তাফসীরে রুহুল বয়ান ২৬ পারা সূরা আল-ফাতাহ্ ২য় আয়াতের ব্যাখ্যায় এভাবে বলা হয়েছে- "হে রাসুল, আপনার উছিলায় আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের গুনাহ্ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন"- আল্লাহর এই বাণীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। কেননা তিনি তো ছিলেন বেগুনাহ। সুতরাং আয়াতে "আপনার গুনাহ্"-এর অর্থ হবে "আপনার উম্মতের গুনাহ্"।

আর "মাগফিরাত"-এর তিনটি অর্থ রয়েছে। যথাঃ– (১) অপরাধ ক্ষমা করা (২) অপরাধ থেকে হেফাযত করা (৩) অপরাধের খেয়াল থেকে নিরাপদ রাখা। প্রথম অর্থ হবে সাধারণ গুনাহ্গারদের বেলায়। দ্বিতীয় অর্থ হবে নেককার ও আল্লাহর অলী এবং নবীজীর পিতামাতা সাহাবীগণের বেলায়। তৃতীয় অর্থ হবে নবীগণের বেলায়।

উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা গেলো- নবী করিম (দঃ) নিজের জন্য যে মাগফিরাত কামনা করতেন- তার অর্থ হবে- "হে আল্লাহ, আমাকে সদাসর্বদা গুনাহ বা অপরাধের খেয়াল থেকে বাঁচিয়ে রাখিও। হুযুরের পিতা-মাতার জন্য মাগফিরাত কামনার অর্থ হবে- হে আল্লাহ, আমার পিতা মাতাকে গুনাহ্ থেকে হেফাযতে রাখিও। আর সাধারণ উম্মতের জন্য মাগফিরাত কামনার অর্থ–হে আল্লাহ্! তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিও"। (রুহুল বয়ান সূরা ফাত্হ আয়াত-২)।

এখন পরিস্কার হয়ে গেলো- হুযুরের পিতামাতা নেককার ছিলেন এবং নবীজী তাদের গুনাহ হতে হেফাযতের জন্যই দোয়া করতেন এবং গুনাহ ও যাবতীয় অপরাধের খেয়াল থেকে নিজেকে নিষ্পাপ রাখার জন্য তিনি সর্বদা দোয়া করতেন" (তাফসীরে রুহুল বয়ান")। একই শব্দের একাধিক অর্থ ও তার

www.sunnibarta.com

প্রয়োগ সম্পর্কে না জানার কারণে রহমানপুরী নামে জনৈক মুফতী সাহেব আমার "নূরনবী"র এই অংশটি নিয়ে অনেক লিফলেটিং করেছিল। কিন্তু কামিয়াব হতে পারেনি। আলহামদুলিল্লাহ! সর্বোপরি জওয়াব হলো- উম্মতকে শিখানোর জন্যই হুযুর (দঃ) ঐভাবে দোয়া করতেন।

নবী করিম (দঃ)-এর পিতা-মাতার পুনর্জীবন লাভ ও নূতন করে ইসলাম গ্রহণ ঃ নবী করিম (দঃ)-এর পিতা-মাতা হুযুরের নবুয়তের যুগ পাননি। কিন্তু তাঁরা ছিলেন মিল্লাতে ইব্রাহীমীর উপর প্রতিষ্ঠিত একেশ্বরবাদী হানিফ সম্প্রদায়ভুক্ত মোমেন। তাঁদের মত আরবে আরও কিছু লোক হানিফ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। যেমন- আবদুল মোত্তালেব, ওয়ারাকা ইবনে নওফেল, হযরত খাদিজা ও হযরত আবু বকর- প্রমুখ। যারা নবুয়তযুগের পূর্বে ইনতিকাল করেছেন, তাদেরকে আসহাবে ফাৎরাত বলা হয়। তাঁরা ছিলেন তৌহিদবাদী হানিফ। নবী করিম (দঃ)-এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ এবং মাতা বিবি আমেনাও ছিলেন অনুরূপ তৌহিদপন্থী মোমেন।

যখন নবী করিম (দঃ) জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ১০ম হিজরীতে একলাখ চব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মক্কা শরীফে হজ্ব করতে আসেন, তখন একদিন বিবি আয়েশা (রাঃ) কে সাথে নিয়ে জান্নাতুল মায়াল্লাতে বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর মাযার যিয়ারত করতে গেলেন। (তখন নাম ছিল হাজুন)। হযরত আয়েশা (রাঃ) গাধার লাগাম ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। নবী করিম (দঃ) যিয়ারতকালে প্রথমে খুব কাঁদলেন– পরে হাসলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) কারণ জানতে চাইলে হুযুর আকরাম (দঃ) বললেন– **"আমার পিতা-মাতাকে আল্লাহ্ পাক পুনঃজীবিত করে আমার সামনে হাযির করেছেন। তাঁরা নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি পিতা-মাতাকে দেখে খুশী হয়ে হেসেছি"**। (বেদায়া ও নেহায়া দ্রষ্টব্য) ইমাম সোহায়লীর বরাত দিয়ে ইবনে কাছির এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ফতোয়া শামীতে হাফেয নাসিরুদ্দীন বাগ্দাদীর বরাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে একখানা হাদীস উদ্ধৃত করে আল্লামা শামী লিখেছেন-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ:اِنَّ اللّٰهَ اَحْيٰى اَبَوَيْهِ اِكْرَامًا لَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاَسْلَمَا ثُمَّ مَاتَا كَمَا كَانَا كَمَا اَحْيَ الْمَوْتٰى بِعِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامْ– (رَدُّالْمُحْتَارِ مَطْلَبْ اِسْلَامِ اَبَوَيِ النَّبِيِّ)

www.sunnibarta.com

অর্থ–হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন- "আল্লাহ্তায়ালা নবী করিম (দঃ)-এর সম্মানে তাঁর পিতা-মাতাকে পুনর্জীবিত করেন। তাঁরা উভয়ে নূতন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপরে তাঁরা পুনরায় পূর্বের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেন। যেমন আল্লাহ্পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করতেন– তদ্রূপ নবীজীর খাতিরেও করেছেন"। (শামী)

সুতরাং আমরা এখন থেকে মুক্তকণ্ঠে বলবো–হযরত আবদুল্লাহ ও হযরত আমেনা রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা। কেননা, তাঁরা সাহাবী হিসাবে গণ্য।

বিঃ দ্রঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছিলেন- যেন তাঁদের বংশধরদের (আরব) মধ্যে প্রত্যেক যুগেই কিছু না কিছু মুসলিম বিদ্যমান থাকে। (সূরা বাক্বারাহ ১২৮ আয়াত)।

"রাব্বানা ওয়াজ আলনা মুসলিমাইনে লাকা ওয়া মিন জুররিয়্যাতিনা উম্মাতাম মুসলিমাতাল লাকা"। "হে প্রভু! -আমাদের উভয়কে তুমি তোমার অনুগত মুসলিম হিসেবে কবুল করো এবং আমাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যেও (আরব দেশে) কিছু সংখ্যক লোককে অনুগত মুসলিম বানিয়ে রেখো"। এই দোয়ার বরকতেই পরবর্তী প্রত্যেক যুগেই আরবে কিছু সংখ্যক সত্যপন্থী হানিফ সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিলেন। নবী করিম (দঃ)-এর পিতা মাতা ও মূলপূর্ব পুরুষগণ এই হানিফ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁদেরকে কাফের মনে করা বেদ্বীনী কাজ। ইতিহাসেও হানিফ সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে। বাতিলপন্থীরা ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে বে-খবর।

BANGLADESH JUBOSENA

www.sunnibarta.com